2

ফিরআউনের স্বপ্ন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ফিরআউনের স্বপ্ন

দরূদ শরীফের ফযীলত

ছরকারে দো'আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১) ফিরআউনের স্বপ্ন

ফেরাউন একবার স্বপ্নে দেখল যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে এক আগুণ বের হল, যা সারা মিশরকে ঘিরে ফেলে এবং ফিরআউনের সকল সাথীদেরকে জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু বনী ইসরাঈলের অধিবাসীদের নিকট আগুণের দ্বারা কোন ধরণের ক্ষতি পৌছল না। এই লোমহর্ষক স্বপ্ন দেখে ফিরআউন চিন্তিত হয়ে গেল।

সে জ্যেতিষিদের থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বলল: বনী ইসরাঈলে এমন একজন ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার বাদশাহী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হবে। এটা শুনে ফিরআউন আদেশ দিল: বনী ইসরাঈলে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতেই তাকে হত্যা করা হোক। এভাবে ফিরআউনের হুকুমে ১২ হাজার বা ৭০ হাজার ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল।

(তাফসীরে খাযেন, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

ফেরাউনের আসল নাম কি ছিল?

প্রিয় প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! প্রাচীন যুগে মিশরের বাদশাহদের উপাধি **"ফেরাউন"** ছিল। একইভাবে রোমের বাদশাহদের **"কায়ছার"**, পারস্য (ইরানের) বাদশাহদের **"কিছরা"**, ইয়ামেনের বাদশাহদের **"তুব্বা"**, তুরস্কের বাদশাহদের **"খাকান"** এবং হাবশার বাদশাহদের **"নাজ্জাশী"** উপাধি ছিল। মিশরের যত বাদশাহ্ অতিবাহিত হয়েছে, তাদের সকলের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগের ফিরআউন সবচেয়ে বেশি দুশ্চরিত্র, পাষাণ হৃদয় এবং অত্যাচারী ছিল। ফিরআউনের নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান, আর সে কিবতিয়া গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগের ফিরআউনের নাম ছিল রাইয়ান বিন ওয়ালিদ, যিনি ঈমান এনেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগের ফিরআউনদের মধ্যে ৪০০ বছরের চেয়ে বেশি সময়ের দূরত্ব ছিল।

(২) হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে জ্বলন্ত তন্দুরে ফেলে দিলেন!

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্মের সময় যখন নিকটবর্তী হল, তখন তাঁর আম্মাজান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নিকট ঐ ধাত্রী **(Nurse/Midwife)** আসল, যাকে ফিরআউন বনী ইসরাঈলের মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিল। যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্মগ্রহণ করলেন, তখন উনার দু'চোখের মাঝখানে নূরের কিরণ বের হচ্ছিল, যেটা দেখতেই "ধাত্রী" জোরে জোরে কাঁপতে লাগল, আর তার অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। সে (ধাত্রী) তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল: আমি তো এজন্য এসেছিলাম যে, যদি ছেলে সন্তান জন্ম হয়, তবে তাকে জবেহ করার ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ বাচ্চার প্রতি আমার মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে গেছে, এজন্য আপনি আপনার বাচ্চাকে লুকিয়ে ফেলুন, যেন ফিরআউনের অনুচরেরা খবর না পায়। এটা বলে ধাত্রী চলে গেল। ফিরআউনের গুপ্তচরেরা ধাত্রীকে তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঘর থেকে বের হতে দেখে দরজায় পৌছে যায়। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বোন (মরিয়ম) সাথে সাথে নিজের আম্মাজান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে গুপ্তচরদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর এত তাড়াতাড়ি কিছু বুঝে আসল না,

ভীত হয়ে তিনি বাচ্চাকে কাপড় দিয়ে আবৃত করে জ্বলন্ত তন্দুরে ফেলে দিলেন! ফিরআউনের অনুচরেরা এসে ঘরের কোণায় কোণায় অনুসন্ধান করল কিন্তু কোন বাচ্চা দেখল না। তন্দুরের দিকে তারা খেয়ালও করল না। তারা ফিরে গেল, আর আম্মাজান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর প্রাণ ফিরে আসল। ইত্যবসরে তন্দুর থেকে একটু একটু কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** বাচ্চার (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) উপর আগুণকে শীতল এবং নিরাপদ বানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আম্মাজান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে তন্দুর থেকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় বাহিরে বের করলেন।

(তাফসীরে বাগাভী, ৩য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

(৩) কাঠের মিস্ত্রি (CARPENTER) বোবা হয়ে গেল!

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এক কাঠের মিস্ত্রির **(CARPENTER)** নিকট সিন্দুক **(BOX)** নেওয়ার জন্য গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করল: আপনি লাকড়ীর সিন্ধুক দিয়ে কি করবেন? তখন তিনি সত্য সত্য বলে দেন যে, আমার ছেলেকে এটাতে রেখে সমুদ্রে ফেলে দিব। হতে পারে সে ফিরআউনদের থেকে বেঁচে যাবে। ঐ কাঠের মিস্ত্রি তার কাছে সিন্দুক তো বিক্রি করল, কিন্তু তার নিয়্যত খারাপ হয়ে গেল এবং সে ফিরআউনের ঐ নির্দয় জল্লাদের নিকট গিয়ে পৌছল,

যারা বনী ইসরাঈলের বাচ্চাদের জবেহ করার জন্য নির্ধারিত ছিল। তাদেরকে নতুন জন্ম লাভকারী বাচ্চার ব্যাপারে বলার জন্য, যখন কাঠের মিস্ত্রি **(CARPENTER)** তাদের নিকট পৌছল, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার বাকশক্তি বন্ধ করে দেন। সে হাতের ইশারায় বুঝাতে চাইল, তখন ফিরআউনের অনুচরেরা তাকে (পাগল মনে করে) মারতে লাগল আর সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। যখন সে পূনরায় ঘরে পৌছল তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার আওয়াজকে ফিরিয়ে দিলেন। সে পূনরায় ফিরআউনের অনুচরদের কাছে গেল যেন তাদেরকে বলতে পারে কিন্তু পূনরায় বোবা হয়ে গেল! হাতের মাধ্যমে ইশারা করার কারণে তারা (পাগল মনে করে) তাকে পূনরায় মারল। যখন সে ঘরে ফিরে আসল, তখন তার বাকাশক্তি আবার ফিরে আসল। তখন সে তৃতীয়বার তাদেরকে বলার জন্য পৌছল, তখন মুখের আওয়াজ (বাকশক্তি) পূনরায় বন্ধ হয়ে গেল এবং অন্ধ হয়ে গেল। প্রহার করে তাকে আবার তাড়িয়ে দেয়া হল। এতে সে সত্য অন্তরে তাওবা করল: **হে আল্লাহ্!** যদি তুমি আমাকে এইবার মুখের বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও তবে কাউকে ঐ বাচ্চার (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) সম্পর্কে বলব না। **আল্লাহ্ তাআলা** তার তাওবাকে কবুল করেন, আর তার বাকশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। (প্রাগুক্ত)

আমরা কারো খারাপ কিছু দেখবও না, শুনবও না

প্রিয় প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মন্দ নিয়্যতের ফলাফল সব সময় মন্দই হয়ে থাকে।

এটাও জানা গেল, **আল্লাহ্ তাআলা** শত্রুদের থেকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্ষমতা রাখে। এটা জানা গেল, খারাপ নিয়্যত থেকে তাওবা করার কারণে আগত বিপদাপদ **আল্লাহ্ তাআলা** ইচ্ছায় দূর হয়ে যায়। এখন সবাই ভাল বাচ্চা হয়ে যান এবং নিজের মন মানসিকতা তৈরী করুন যে, আমরা কোন মুসলমানের খারাপ কিছু দেখব না, শুনব না, বলবও না।

হাম তো বুরা কিছী কা দেখে ছুনে না বোলে
আচ্ছি হি বাত বোলে জব ভি জবান খোলে।

অর্থাৎ আমরা কোন মুসলমানের দোষত্রুটি দেখব না, আর যদি জানা থাকে তখনও কাউকে বলব না এবং কেউ শুনায় তবে শুনা থেকেও বেঁচে প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে শুধু ভাল কথাই বলব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) নদীর ঢেউ থেকে মায়ের কোলে

ফেরাউনের হুকুমে যে দিনগুলোতে বনী ইসরাঈলে জন্মগ্রহণকারী ছেলেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। ঐ সময়েই হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্মগ্রহণ করেন। উনার আম্মাজান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا (এক বর্ণনা মতে, চার মাস পর্যন্ত উনাকে লুকিয়ে রেখেছেন অতঃপর) ফিরআউনের ভয়ে তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে এক সিন্ধুকে রেখে নীল নদে বাসিয়ে দেন। নীল নদ থেকে বের হয়ে এক ছোট নদী

ফিরআউনের মহলের পাশে প্রবাহিত ছিল। ঐ সিন্ধুক নীল নদ থেকে ভেসে ভেসে ঐ ছোট নদীতে চলে যায়। ফিরআউন এবং তার বিবি হযরত বিবি আছিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا (যিনি পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উপর ঈমান এনেছিলেন।) দু'জনই মহলে বসে নদীর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিল। যখন তারা উভয়ে সিন্ধুক ভাসতে দেখল তখন চাকরদেরকে পাঠিয়ে ঐ সিন্ধুক নিয়ে আসা হল। যখন সিন্ধুক খোলা হল তখন তাতে এক অতীব সুন্দর বাচ্চা দেখা গেল। ফিরআউন এবং বিবি আছিয়া উভয়ের অন্তরে ঐ বাচ্চার প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। হযরত বিবি আছিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ফিরআউনকে বললেন:

قُرَّتُ عَیْنٍ لِّیْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ٭ۖ عَسٰۤی اَنْ یَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ শিশু আমার ও তোমার নয়নের শান্তি, তাকে হত্যা করোনা; হয়ত এটা আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেবো এবং তারা বুঝতে পারেনি। (পারা- ২০, সূরা- কাছাছ, আয়াত- ৯,)

তারা বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এখনো দুধ পানকারী শিশু ছিলেন এজন্য তাকে দুধ পান করানোর জন্য কোন এক মহিলার খোঁজ করা হল, কিন্তু তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কোন মহিলারই দুধ পান করছিলেন না। ঐ দিকে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام

এর আম্মাজান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهَا খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, জানি না আমার বাচ্চা কোথায় আর কি অবস্থায় আছে! অবশেষে তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বোন 'মরিয়ম' কে অবস্থা জানার জন্য ফিরআউনের মহলে পাঠালেন। মরিয়ম যখন এই অবস্থা দেখল যে, বাচ্চা কোন মহিলার দুধ পান করছে না। তখন তিনি ফিরআউনকে বললেন: আমি এক মহিলাকে নিয়ে আসছি, হয়ত সে তার দুধ পান করবে। অতঃপর 'মরিয়ম' হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهَا কে ফিরআউনের মহলে নিয়ে যায় এবং তিনি যখনই দুধ পান করালেন তখন তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দুধ পান করতে লাগলেন। এভাবেই হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর হারানো সন্তান মিলে গেল। (আজাইবুল কুরআন, ১৭১ পৃষ্ঠা)

মুসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর পিতা-মাতার নাম

প্রিয় প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজানের নাম হল **"ইউহানিজ"**, আর বাবার নাম হল **"ইমরান"**। বর্ণিত ঈমান তাজাকারী ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জিত হল যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যা চান, তাই করেন। ঐ ফিরআউন যে বাচ্চার ভয়ে হাজারো বাচ্চাকে জবেহ করেছে, মহান প্রতিপালক ঐ বাচ্চার লালন পালণের দায়িত্ব ঐ ফিরআউনের উপর অর্পন করলেন। এটাও জানা গেল, **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে রক্ষা করতে চান, নদীর ঢেউ সমূহের মধ্যেও তার

কোন আঁচ লাগে না। যেমন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে নীল নদের ঢেউ সমূহ থেকে উঠিয়ে পূনরায় তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে নিজের আম্মাজান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর কোলে পৌছিয়ে দেন।

তু নে কিছ্ শান ছে মুসা কি বাঁচায়ী হে জান,
তেরী কুদরত পে ম্যায় কুরবান খোদায়ে রহমান।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৫) ফিরআউনের অসুস্থ কন্যা

এক বর্ণনায় এসেছে: হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সিন্ধুকে রেখে নদীতে বাসিয়ে দেন। ফিরআউনের একটি মাত্র কন্যা ছিল। যাকে সে খুব ভালবাসত। ঐ কন্যা ধবল[১] রোগে আক্রান্ত ছিল। ফিরআউন তার ব্যাপারে ডাক্তার এবং যাদুকরদের সাথে পরামর্শ করল তখন তারা বলল: হে বাদশাহ্! এটা শুধু ঐ অবস্থায় ভাল হতে পারে যখন নদীতে মানুষের মত কোন কিছু মিলে যাবে, আর তার লুআব অর্থাৎ থুথু নিয়ে তার কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত জায়গায় দেয়া যাবে, আর এটাও ঐ সময় সম্ভব, যা অমুক দিন এবং অমুক মাসে হবে আর সূর্যও খুব আলোকিত থাকবে।

---

[১] ধবল/ শ্বেত রোগকে কুষ্ঠ রোগও বলা হয়। এই রোগে হয়ত শরীরের উপর সাদা সাদা দাগ পড়ে অথবা শরীরের অঙ্গের উপর স্ফীত হয়ে আঙ্গুল ইত্যাদি ঝরে যেতে শুরু করে।

যখন ঐ দিন আসল তখন ফিরআউন নদীর কিনারায় মাহফিল সজ্জিত করল। তার সাথে তার স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ও ছিলেন (যিনি পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উপর ঈমান এনেছিলেন)। নীল নদ থেকে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হয়ে ফিরআউনের মহলের দিকে এসেছিল হঠাৎ এক সিন্ধুক **(BOX)** নদীর ঢেউ সমূহের নড়াচড়ায়ে হেলে দুলে আসল আর একটি গাছের কাছে এসে থামল। ফিরআউন আদেশ দিল: তাড়াতাড়ি ঐ সিন্ধুক আমার নিকট আনা হোক, তার খাদেমরা নৌকায় চড়ে সিন্ধুকের কাছে পৌছল এবং তারা ঐ সিন্ধুক নিয়ে ফিরআউনের সামনে রাখল। খাদেমগণ সিন্ধুক খোলার চেষ্টা করল কিন্তু খুলতে পারল না। ভেঙ্গে খুলতে চাইল কিন্তু ভাঙ্গল না। ফিরআউনের স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ঐ সিন্ধুকের ভিতর এক নূর চমকাতে দেখলেন, যা অন্যরা দেখেনি। হযরত আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا যখনই সিন্ধুক খোলার চেষ্টা করলেন তো তা সহজে খুলে যায়। ঐ সিন্ধুকে একটি ছোট্ট শিশু ছিল। যার দু'চোখের মাঝখানে নূর চমকাচ্ছিল। **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ সকল লোকদের অন্তরে এই বাচ্চার প্রতি মুহাব্বত প্রদান করেন। ফিরআউনের কন্যাকে যখন ঐ বাচ্চার থুথু মোবারক নিয়ে ধবল রোগে আক্রান্ত স্থান সমূহে লাগাল, সেই মুহুর্তেই সুস্থ হয়ে গেল। সে মুহাব্বত সহকারে বাচ্চাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। ফিরআউনকে কিছু লোক বলল: কখনো আবার এটা ঐ বাচ্চা তো না। যেটা থেকে আমরা বাঁচতে চাই। সম্ভবত হত্যার ভয়ে তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফিরআউন এটা শুনে

শিশুকে জবেহ করার ইচ্ছা করল, কিন্তু হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ফিরআউনকে বুঝিয়ে মানিয়ে নিল এবং ঐ শিশুকে নিজের ছেলে বানিয়ে নিল। (তাফসীরে কবীর, ৮ম খন্ড, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৬) আগুনের টুকরা মুখে পুরে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একদিন ফিরআউনের নিকটে একটি ছোট হাতল দ্বারা খেলা করছিলেন। হঠাৎ তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ঐ হাতল ফিরআউনের মাথায় মেরে দিলেন! ফিরআউন ঐ প্রহারে চিন্তায় পড়ে গেল এবং অবশেষে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে হত্যা করার ইচ্ছা করল, তখন হযরত বিবি আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বললেন: হে বাদশাহ্! রাগান্বিত হয়ো না, আর নিজেকে হতভাগা বানিয়ো না, কেননা সে তো ছোট যদি তুমি চাও তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পার। আমি থালাতে স্বর্ণ এবং আগুণের টুকরা রাখছি, তবে দেখে নাও সে কোনটিকে উঠিয়ে নেয়! ফিরআউন এটির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام স্বর্ণের দিকে হাত বাড়ালেন তখন ফেরেশতা তাঁর হাত ধরে আগুনের টুকরার দিকে করে দিলেন। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ঐ আগুনের টুকরা উঠিয়ে নিজের মুখে মধ্যে পুরে দিলেন অতঃপর যখন এটির জ্বালা অনুভব হল, তখন সেটি ফেলে দিলেন। এভাবে ফিরআউন নিজের অপবিত্র ইচ্ছা (হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে

জবেহ করার) থেকে বিরত থাকে। (মুসতাদরাক, ৩য় খন্ড, ৪৫৮পৃষ্ঠা, হাদীস-৪১৫০)

ইয়া ইলাহী তেরী আজমত তেরী কুদরত ওয়াহ ওযাহ!
তেরী হিকমত মারহাবা! তেরী মাশিয়াত ওয়াহ ওয়াহ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুখের তোৎলামী যেতে লাগল

প্রিয় প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আল্লাহ্ তাআলা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে যখন ফিরআউনের নিকট গিয়ে তাকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার আদেশ দিলেন, কিন্তু মুখে আগুণের টুকরা রাখার কারণে জিহবা মোবারকে তোৎলামী এসে যায় এজন্য তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরজ করলেন। এটার বর্ণনা ১৬তম পারার সূরা তোহা এর আয়াত নম্বর ২৫ থেকে ৩৬ এ এভাবে করা হয়েছে: (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আরজ করলো ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে খুলে দাও এবং আমার জিহবার জড়তা দূর করে দাও। যাতে সে আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযীর বানিয়ে দাও! সে কে? আমার ভাই হারুন; তাঁর দ্বারা আমার কোমর মজবুত করো এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করো, যাতে আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং অধিকহারে তোমাকে স্বরণ করি। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে দেখছো। বললেন; হে মুসা! তোমার প্রার্থনা তোমাকে

প্রদান করা হলো।) **আল্লাহ্ তাআলা** দোআ কবুল করলেন। তোৎলামী দূরীভূত করে দেন, আর তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ভাই হযরত সায়্যিদুনা হারুন عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে তার উযীর বানিয়ে দেন।

মুখের তোৎলামীর চিকিৎসা

যে কোন মুখের তোৎলামী সম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর (সূরা তোহা এর ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াত) নিম্নে প্রদত্ত চারটি আয়াত ৭বার পাঠ করে নিবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে সক্ষম হবে।

رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ﴿۲۵﴾ وَ یَسِّرۡ لِیۡۤ اَمۡرِیۡ ﴿۲۶﴾ وَ احۡلُلۡ عُقۡدَۃً مِّنۡ لِّسَانِیۡ ﴿۲۷﴾ یَفۡقَهُوۡا قَوۡلِیۡ ﴿۲۸﴾

আপনি কি কুল ড্রিংস আগ্রহ ভরে পান করেন

(একটি পাকিস্তানী মাসিক পত্রিকার (জুন ২০১১ইং) বিষয়বস্তু সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

প্রিয় প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনারা কি ঠান্ডা পানিয় **(COLD DRINK)** আগ্রহ ভরে পান করে থাকেন? যদি জবাব হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে থামুন! প্রথমে এটার ধ্বংসলীলার উপর একটু নজর দিন, অতঃপর সিদ্ধান্ত নিন। যাতে আপনার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মঙ্গলময় হয়। ঠান্ডা পানিয় এর সবচেয়ে বড়

অংশ **(PART)** হল মিষ্টতা। মিষ্টতা হয় চিনি **(SUGAR)** থেকে অর্জিত হয়, নতুবা সেকারীন **(SACCHARIN)** থেকে তৈরী হয়, যা সাদা রঙ্গের নকল পাউডার হয়ে থাকে, আর এটা চিনি থেকে প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ গুণ বেশি মিষ্টি হয়ে থাকে! যেসব ঠান্ডা পানিয়'র বোতলে চিনি ব্যবহার করা হয়। তাতে চিনি **(SUGAR)** এর পরিমাণ অনেক বেশী হয়ে থাকে। এমনকি **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ডের ৭১২ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ ২৫০ মিলি লিটারের একটি ঠান্ডা পানীয়'র বোতলে প্রায় ৭ চামচ চিনি **(SUGAR)** বিদ্যমান থাকে। চিনি **(SUGAR)** সম্পন্ন ঠান্ডা পানীয় পান করার দ্বারা দাঁত এবং হাড্ডি সমূহে ক্ষতি হওয়ার, রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার, হৃৎপিন্ড এবং চমড়ার **(SKIN)** রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এমনকি এর মাধ্যমে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়।

সেকারীনযুক্ত জিনিসের ব্যবহার এবং ক্যান্সার

আমেরিকান প্রতিষ্ঠান **F.D.A.** তে সেকারীন যুক্ত খাবারের ব্যাপারে হাজারো অভিযোগ মিলেছে। বিশ্লেষকদের মতামত হলঃ আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যে ক্যান্সারের ব্যাপকতা সেকারীনযুক্ত জিনিস সমূহের ব্যবহারের কারণেই হয়েছে। সেকারীনের উপর তো অনেক দেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেকারীন ব্যবহারের ফলে মূত্রস্থলীর ক্যান্সার হওয়ার খবর রয়েছে।

অতিরিক্ত ঠান্ডা পানিয় পানকারীদের দাঁতের ক্ষতি সমূহ

ঠান্ডা পানিয় চিনি **(SUGAR)** যুক্ত হোক বা চিনিমুক্ত হোক, উভয় অবস্থাতেই মানুষের স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। বরতানিয়ার মধ্যে ১৯৯২ সালে বাচ্চাদের দাঁতের ব্যাপারে কৃত জরিপের **(SURVEY)** মাধ্যমে এই বিষয় সামনে এসেছে যে, ঠান্ডা পানিয়'র আগ্রহী ২০% বাচ্চার (প্রত্যেক পাঁচ শতাংশ বাচ্চা) দাঁতের সুরক্ষা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। ইদুরের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, আর তাদের কুল ড্রিংস পান করানো হয়, তখন ইদুরের দাঁত ছয় মাসের মধ্যে ক্ষয় হয়ে যায়। এক কুল ড্রিংসের বোতলে মানুষের একটি দাঁত রাখা হয় তখন ঐ দাঁত নরম ও মলিন হয়ে যায়।

কুল ড্রিংস দ্বারা হজম শক্তির ক্ষতি

মরিচাযুক্ত জিনিস সমূহকে পরিস্কার করার জন্য ব্যবহার কৃত "ফস্ফরিক এসিড" কে কুল ড্রিংসে তথা ঠান্ডা পানীয়তে ব্যবহার করা হয়। এভাবে পাকস্থলীতে তীব্রতা সৃষ্টি হয়, হজম শক্তির কাজ কমে যায় এবং খাবার দেরীতে হজম হয়।

কুল ড্রিংসে নোংরা গ্যাস থাকে

কুল ড্রিংসে নোংরা গ্যাস "কার্বনডাই অক্সাইড" মিশানো থাকে। যার কারণে বুদ্‌বুদ উঠে থাকে। এগুলো দ্বারা অবশ্য সাময়িকভাবে স্বাদ অনুভব হয়, কিন্তু এই বুদ্‌বুদ ঐ নোংরা এবং

বিষাক্ত গ্যাসের কারণে হয়ে থাকে, যাকে আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বের করে থাকি। ঐ মারাত্মক গ্যাসকে কুল ড্রিংসের মাধ্যমে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করানো একদম অস্বাভাবিক **(UNNATURAL)** কাজ।

কুল ড্রিংস তথা ঠান্ডা পানিয় পান করার প্রতিযোগিতা বিজয়ী জীবনের প্রতিয়োগিতায় হেরে গেল!

একবার ভারতে **(INDIA)** অতিরিক্ত কুল ড্রিংসের বোতল পানকরার প্রতিযোগিতা হয়, এতে ৮টি কুল ড্রিংসের বোতল পানকারী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। তবে জীবনের প্রতিযোগিতায় হেরে গেল, কেননা কিছুক্ষণ পরেই সে মৃত্যুর মুখে পতিত হল! তার মৃত্যুর কারণ এটা বলা হয়েছে যে, তার শরীরে অতিরিক্ত “কার্বনডাই অক্সাইড” জমা হয়ে গিয়েছিল।

কুল ড্রিংস এবং ৬ ধরণের ক্যান্সার

কালো রংয়ের পানীয়তে তথা কুল ড্রিংসে ক্যাফিন **(CAFFEINE)** মিশানো থাকে। এতে শুরুতে উদ্যমতা সৃষ্টি হয় কিন্তু পরে অলসতা চলে আসে। ক্যাফিনের অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয় এবং রাগ বেড়ে যায়। হৃদ কম্পনের অনিয়মতান্ত্রিকতা এবং উচ্চ রক্ত চাপের রোগ সৃষ্টি হয়, এমনকি পেটের ভিতর জখম সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত কুল ড্রিংস পানকারী লোকদের বাচ্চাদের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি সমূহও

দেখা যায়। (যেমনঃ বাচ্চা অতিরিক্ত দূর্বল, পাগল বা অন্ধ হওয়া বা সেটির হাত-পা ইত্যাদি নিস্তেজ হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি)। এক বড় দুঃশ্চিন্তার কথা এটাও রয়েছে, কুল ড্রিংসের ব্যবহার দ্বারা ৬ ধরণের ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। যেগুলোতে পেটের এবং মূত্রথলীর ক্যান্সারের পরিমাণ বেশি। কুল ড্রিংস পানকারী বাচ্চাদের শরীর থেকে ক্যালসিয়াম অধিক হারে বের হয়। (ক্যালসিয়ামের কমতি হাড্ডি সমূহ ইত্যাদির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

শ্বাস কষ্ট এবং দুশ্চিন্তা

ঠান্ডা পানিয় **(Cool Drinks)** যেন তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়, এজন্য তাতে "সালফার অক্সাইড" বা "সুডিয়াম বেন্জানিক এসিড" মিশানো হয়। এই দুটি ক্যামিকেল ব্যবহারের দ্বারা শ্বাস কষ্ট, চামড়ার **(SKIN)** উপর চুলকানী এবং হৃদরোগ সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি ঠান্ডা পানিয় **(Cool Drinks)** তে রাসায়নিক রংও মিশানো হয়, যেটার নিজস্ব ক্ষতি রয়েছে।

রহো মাস্ত ও বে খুদ ম্যায তেরী বিলা মে,
পিলা জাম এ্যয়ছা পিলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

চিনি হচ্ছে মিষ্টি জাতীয় বিষ

সারা দুনিয়াতে চিনির **(SUGAR)** ব্যবহার রয়েছে। মানুষের শরীরে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে এটার প্রয়োজন রয়েছে। যা রুটি, চাউল, সবজি এবং ফল-মূল ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণত পূরণ হয়ে যায়। এই জন্য চিনি বা চিনিযুক্ত খাবার ব্যবহার করা

জরুরী নয়। হ্যাঁ! যারা ডায়বেটিসের রোগী তাকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিনি **(SUGAR)** ব্যবহার করতে হবে। নিয়ম হল, যেকোন জিনিস যদি প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়, তবে তা ক্ষতি সাধন করে। আজকাল চিনির ব্যবহার প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হতে চলেছে এবং অপ্রযোজনীয় জিনিসের মাধ্যমে চিনি শরীরে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করছে। যেমন ঠান্ডা পানিয় এর বোতল সমূহ, আইসক্রীম, শরবত, মিষ্টান্ন, চকলেট, মিষ্টি জাতীয় খাবার ইত্যাদির ব্যবহার সাধারণত খাবার হিসাবে নয়, বরং অধিকহারে শুধু আনন্দচিত্তে ব্যবহার করা হয়, আর এ রকম করা নিজেরই হাতে নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত। চিনির অতিরিক্ত ব্যবহারের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, এটা রক্তের মধ্যে 'ইন্সুলিনের' পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, যার কারণে "গ্রোত হরমোন্জ" অর্থাৎ ঐ হরমোন্জ যা শরীরের ক্রমবিকাশ এবং বৃদ্ধিকরণের দায়িত্ব পালণ করে থাকে, সেটার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি (অর্থাৎ রোগ সমূহের মোকাবেলা করার) দূর্বল হয়ে যায়। ইন্সুলিন শরীরে চর্বির পাহাড় করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় যার ফলে শরীরের ওজন বেড়ে যায় এবং মোটা হয়ে যায়।

চিনি তথা সুগারের ক্ষতি সমূহ

আঁখ থেকে যখন "রিফাইন সুগার" তৈরী করা হয়, তখন তাতে বিদ্যমান সকল মূল্যবান অংশবিশেষ আলাদা/ পৃথক করা হয়, যেগুলো মানুষের শরীরে প্রয়োজন হয়ে থাকে। উদাহরণ

স্বরূপ ভিটামিন, লবণাক্ততা, প্রোটিন, ইনজাইমেন্জ ইত্যাদি। এজন্য বলা হয়, ‘যা কিছু চিনি আকারে আমরা ব্যবহার করি, সেটা আমাদের হজমের রীতি নীতিকে ধ্বংস করা ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কিছু রাখে না!’ এর ফলে চিনি যা সাধারণত বাজারে পাওয়া যায়, সেটার বিশেষ খাবার মূলক গুরুত্ব নেই, বরং সুগারের বিশেষজ্ঞরা একে ক্যান্সারের ইন্ধন হিসেবে স্বীকার করেন। যদি ঐ সকল রোগের তালিকা বানানো হয়। যাতে কোথাও না কোথাও চিনি **(SUGAR)** রোগ সৃষ্টি করার কারণ হিসেবে দেখা যায়। তবে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যবস্থাপনাকে দূর্বল করে দেয়, যার ফলে সব ধরণের রোগ সমূহ আক্রমণ করতে পারে। এ লবণাক্ততা অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষতির সৃষ্টি করে। দাঁতকে নষ্ট এবং দূর্বল করে দেয়। চুল, তাড়াতাড়ি সাদা হওয়া, ক্লোরেস্টল বৃদ্ধি এবং মাথা ব্যথার কারণ হয়। আপনি যদি চিনি অধিহারে ব্যবহার করেন, তবে এটার উদ্দেশ্য হল যে “ভিটামিন সি” কে রক্তের সাদা অংশে **(WHITE CELLS)** যেতে বন্ধ করে দেয় এবং এভাবে আপনি নিজেই নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দূর্বল করতে থাকেন।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে **আক্বা** ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১২ সফরুল মুজাফ্ফর ১৪৩৫ হিঃ
16-12-2013

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১	মুখের তোৎলামীর চিকিৎসা	১৩
(১) ফিরআউনের স্বপ্ন	১	আপনি কি কুল ড্রিংস আগ্রহ ভরে পান করেন	১৩
ফিরআউনের আসল নাম কি ছিল?	২	সেকারীনযুক্ত জিনিসের ব্যবহার এবং ক্যান্সার	১৪
(২) হযরত মুসা কে জ্বলন্ত তন্দুরে ফেলে দিলেন!	৩	অতিরিক্ত ঠান্ডা পানিয় পানকারীদের জন্য দাঁতের ক্ষতি সমূহ	১৫
(৩) কাঠের মিস্ত্রি বোবা হয়ে গেল	৪	কুল ড্রিংস দ্বারা হজম শক্তির ক্ষতি	১৫
আমরা কারো খারাপ কিছু দেখবও না শুনবও না	৫	কুল ড্রিংসে নোংরা গ্যাস থাকে	১৫
(৪) নদীর ঢেউ থেকে মায়ের কোলে	৬	কুল ড্রিংস পান করার প্রতিযোগিতা বিজয়ী...	১৬
হযরত মুসা এর মা-বাবার নাম	৮	কুল ড্রিংস এবং ৬ ধরণের ক্যান্সার	১৬
(৫) ফিরআউনের অসুস্থ্য কন্যা	৯	শ্বাস কষ্ট এবং দুশ্চিন্তা	১৭
(৬) আগুনের টুকরা মুখে পুরে নিলেন	১১	চিনি হচ্ছে মিষ্টি জাতীয় বিষ	১৭
মুখের তোৎলামী যেতে লাগল	১২	চিনি তথা সুগারের ক্ষতি সমূহ	১৮

বাচ্চাদেরকে পাঠের মধ্যে মনোযোগী করা

যে বাচ্চার কুরআন শরীফ পাঠ করাতে মন বসে না এবং ধর্মীয় পাঠ ও দরসে নেজামীর মধ্যে মন লাগে না, তাকে দৈনিক পাঁচ বার পানির উপর "يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ" 101 বার পাঠ করে দম তথা ফুক দিয়ে পান করান اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মন লাগিয়ে অধ্যয়ন করবে।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net